আজকের কাগজ

তারিখ 14 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

35

শিবগঞ্জে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচির গম বরাদ্দ ৪ মাস যাবত বন্ধ

বগুড়ার শিবগঞ্জ থানায় খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচিতে দীর্ঘ ৪ মাস যাবত গম বরাদ্দ না থাকায় এর কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। পাশাপাশি এই কর্মসূচির এলাকা নির্বাচনে স্থানীয় জামাত দলীয় এমপি পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ তুলেছে। জানা গেছে, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচিতে শিবগঞ্জ থানার দেউলী ইউনিয়নের ১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে ১৯৯৩-এর আগষ্ট মাস থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারি '৯৪ পর্যন্ত এই থানায় গম বরাদ্দ দেয়া হয় ১৯০ মেট্রিক টন। এরমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে ১৮৯ দশমিক ৯০০ মেঃ টন। দুইভাগে এই গম বিতরণ করা হয়। লাল কার্ড ও সবুজকার্ডধারীদের যথাক্রমে ৩০ কেজি ও ১৫ কেজি করে এই গম বিতরণ করা হচ্ছে। এই কর্মসূচিতে যখন সাফল্য অর্জিত হতে যাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে সরকারিভাবে গম বরাদ্দ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে কর্মসূচি ব্যাহত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে বলে শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে। সূত্রটি জানিয়েছে, গত ফেব্রুয়ারি '৯৪ -এ ১৬টি স্কুলের মধ্যে মাত্র ৮টি স্কুলকে গম বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বাকি ৮টি স্কুলে গম বরাদ্দ না দেয়ায় অভিভাবকরা স্ব-স্ব স্কুলের শিক্ষকদের অন্যায়ভাবে দোষারোপ করছে। গত মার্চ থেকে কোনো নির্দেশ ছাড়াই এই গম বরাদ্দ বন্ধ রয়েছে। এদিকে এলাকাবাসী অভিযোগে করছে, স্থানীয় সংসদ সদস্য প্রভাব খাটিয়ে সরকারের এই কর্মসূচি তার নিজ ইউনিয়নে নিয়ে গেছে। অথচ সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী অপেক্ষকৃত শিক্ষিতের হার কম এলাকায় এই শিক্ষা কর্মসূচি চালু হওয়ার কথা। সেই ক্ষেত্রে কিচক ইউনিয়নে এই কর্মসূচি চালু হবার কথা। শিবগঞ্জে সর্বোচ্চ শিক্ষিতের হার শতকরা হিসেবে মাঝিহট্ট ইউনিয়নে ৩১.১ ভাগ, দ্বিতীয় দেউলী ইউনিয়নে ২৭.৮ ভাগ। সবচেয়ে কম কিচক ইউনিয়নে ১৯.৬ ভাগ। অথচ কিচক ইউনিয়নকে এই শিক্ষা কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত না করে এমপি মহোদয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রভাব খাটিয়ে নিজ ইউনিয়ন দেউলীতে এই কর্মসূচি চালু করেছেন। স্থানীয় সংসদ সদস্যের এই পক্ষপাতমূলক আচরণে শিবগঞ্জের বিভিন্ন মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। শিবগঞ্জ থেকে আ.স.ম আনোয়ার।